Journal of Social Science and Humanities, Vol.7, No.2, 2025 **Print ISSN: 1811-1564**
https://doi.org/10.59738/jssh.v7i2.87 **e- ISSN: 3136-2109**

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

Journal of Social Science and Humanities (JSSH)

Distance Education Method: An Islamic Perspective

Nurmohammad*
School of Social Sciences, Humanities and Languages, Bangladesh Open University

Abstract

Education plays a vital role in developing human potential, while distance education provides an opportunity to overcome geographical barriers and pursue learning throughout life. This study examines distance education from the perspectives of Islamic theology and history through a qualitative analysis of the Qur'an, Hadith, and relevant scholarly writings. It aims to highlight the role of distance education and its potential contribution to developing countries such as Bangladesh, particularly in increasing literacy and empowering human resources. The study finds that the foundations of distance education can be traced to Islamic teachings, as reflected in the Qur'an, the educational practices of Ashab al-Suffah, and the tradition of Mukatabah. Since seeking knowledge is a duty for Muslims, the means of acquiring education should not become a barrier to learning. In this context, the mixed-method approach of open and distance learning is compatible with Islamic principles. The study also highlights the potential of instructional technologies and self-learning materials to expand educational opportunities and promote literacy in developing countries such as Bangladesh. Overall, the study demonstrates how Islamic perspectives can support distance education as a means of promoting lifelong learning and contributing to broader human empowerment.

Keywords: *Education, Distance Learning, Islam, Lifelong Learning.*

শিক্ষায় দূরশিক্ষণ পদ্ধতিঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ

সারসংক্ষেপ

শিক্ষা মানুষের সম্ভাবনাকে বিকশিত করার অন্যতম প্রধান মাধ্যম এবং দূরশিক্ষণ ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে। এই গবেষণায় ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাসের আলোকে দূরশিক্ষণ পদ্ধতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কুরআন, হাদিস এবং সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতদের রচনাসমূহ গুণগত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়নে দূরশিক্ষণের ভূমিকা এবং এর সম্ভাব্য অবদান তুলে ধরা। গবেষণায় দেখা যায়, কুরআনের শিক্ষা, আসহাব আল-সুফফার শিক্ষাচর্চা এবং মুকাতাবাহর ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় দূরশিক্ষণের ধারণার ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। যেহেতু জ্ঞান অর্জন মুসলিমদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য, তাই শিক্ষা অর্জনের মাধ্যম কোনোভাবেই শিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো উচিত নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণের সমন্বিত পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা ইসলামী নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একই সঙ্গে, শিক্ষা প্রযুক্তি ও স্বশিক্ষণমূলক পাঠ্যসামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মানুষের জন্য শিক্ষার সুযোগ আরও বিস্তৃত করা এবং

*Corresponding author: Nurmohammad. E-mail: nurmd@bou.ac.bd
Journal homepage: https://jssh.bou.ac.bd

সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, গবেষণাটি দেখায় যে জীবনব্যাপী শিক্ষা ও বৃহত্তর মানবসম্পদ উন্নয়নে দূরশিক্ষণকে কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

মূলশব্দ: *শিক্ষা, দূরশিক্ষণ, ইসলাম, আজীবন শিক্ষা।*

ভূমিকা

শিক্ষা প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশকে উৎসাহিত করা হয়। সমাজের সৃজনশীল সদস্য হিসেবে যে সকল দক্ষতা প্রয়োজন সেগুলো ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য এবং সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে প্রয়োজনীয় গুণাবলী অর্জনে শিক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়তা করে। যা স্বজাতিজ্ঞান জাগ্রত করে এবং মানুষকে বিশৃঙ্খলা ও কুসংস্কারমুক্ত হয়ে স্বাধীনচেতা ব্যক্তিতে পরিণত করে। শিক্ষা অর্জনের নানাবিধ পদ্ধতির মধ্যে দুটি প্রধান ধারা হলো—প্রথাগত (Traditional) শিক্ষা এবং দূরশিক্ষণ (Distance Education) পদ্ধতি। দূরশিক্ষণ এমন এক দর্শন, যার মূল ভিত্তি হলো সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করা। এ পদ্ধতি ক্যাম্পাসভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সীমা পেরিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যবর্তী ভৌগোলিক দূরত্বকে ঘুচিয়ে দিয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা বয়সের বাধ্যবাধকতা ছাড়াই নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী বিষয় নির্বাচনের সুযোগ পাচ্ছে। এ পদ্ধতির উদ্ভাবন ইসলামী শিক্ষার মূলমন্ত্রের সাথে মিশে আছে।

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, কেউ যদি জ্ঞানের একটি বাক্যও জেনে থাকে, তবে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া তার দায়িত্ব। এককভাবে কোনো ব্যক্তির পক্ষে সমগ্র শিক্ষা প্রচার করা সম্ভব নয়; কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে মুহূর্তেই সারা বিশ্বে শিক্ষা বিস্তার করা সম্ভব। এ পদ্ধতির ধারণা আমরা মহানবী মুহাম্মদ (সা.) প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নববীর সুফফাবাসীদের শিক্ষা পদ্ধতি থেকে অনুমান করতে পারি। সুফফাবাসীদের শিক্ষাব্যবস্থা ছিলো ইসলামের প্রথম উন্মুক্ত ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। যার মূল দর্শন দূরশিক্ষণের সাথে গভীরভাবে মিলে যায়। দূর-দূরান্তের শিক্ষার্থীরা এসে নমনীয় ও উন্মুক্ত পরিবেশে জ্ঞান অর্জন করতেন। পরবর্তীতে নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে শিক্ষক বা প্রতিনিধি হিসেবে সেই শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতেন। ভৌগলিক সীমানা পেরিয়ে সার্বজনীনভাবে জ্ঞান অর্জন ও দূরবর্তী এলাকায় তা পৌঁছে দেওয়ার এই ধারণাই আধুনিক দূরশিক্ষণের ভিত্তি। ইসলাম শিক্ষা গ্রহণকে জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক করেছে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে তা বাস্তবায়ন সহজতর হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার চূড়ান্ত উৎস স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। ঐশ্বরিক শিক্ষাদানের সূচনা বাণীই হলো—'ইকরা' (পড়ো); যা পাঠ ও লেখনীর গুরুত্ব নির্দেশ করে। ইসলামি জীবনদর্শনের পুরো ভিত্তিটাই শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক যুগে তা প্রথাগত শ্রেণিকক্ষের কঠোর নিয়ম ও প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রাবল্যে অনেকাংশে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

এ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী নিজ সুবিধা অনুযায়ী যেকোনো স্থানে অবস্থান করে স্বাচ্ছন্দ্যে শিক্ষা লাভ করতে পারে। প্রথাগত শ্রেণিকক্ষে দৈহিক উপস্থিতির বাধ্যবাধকতা না থাকলেও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়া (Interaction) এবং ফলাবর্তন (Feedback) অত্যন্ত কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা যায়। ফলে বয়স, অর্থ বা সময় শিক্ষা অর্জনে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না; নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই নিজ সুবিধাজনক সময়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়।

এ সকল সুবিধাবলীর কারণে বিশ্বজুড়ে দূরশিক্ষণ পদ্ধতি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে। আলোচ্য প্রবন্ধে দূরশিক্ষণের সংজ্ঞা, শিক্ষা ও দূরশিক্ষণে ইসলামী দৃষ্টিকোণ, দূরশিক্ষণ পদ্ধতির বাস্তবায়ন কৌশল, এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং এর সুবিধা-অসুবিধাসহ প্রয়োজনীয় নীতিগত সুপারিশ স্থান পেয়েছে। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় দূরশিক্ষণ পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগ ঘটাতে পারলে তা উন্নত বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা হ্রাস, বেকারত্ব নিরসন এবং অস্থিতিশীলতা দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং দেশকে এক শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করতে সক্ষম হবে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

ডেসমন্ড কিগান (Desmond Keegan) তাঁর ‘The Foundations of Distance Education’ গ্রন্থে দূরশিক্ষণের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, প্রস্তুতি, পরিকল্পনা, প্রয়োগ, কাঠামো, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর দ্বিমুখী যোগাযোগ এবং এর মানসম্পন্ন শিক্ষক তৈরির জন্য বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করেছেন। তিনি দূরশিক্ষণকে প্রথাগত শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দৃশ্যমান বা শারীরিক দূরত্বের সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রযুক্তিগত মাধ্যমের সাহায্যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা বা শেখার প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা কেবল নিষ্ক্রিয় শ্রোতা হয়ে থাকে না; বরং তারা ইন্টারনেট ও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বীয় জ্ঞানার্জনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে (Keegan, 1996)।

অন্যদিকে, মাইকেল জি. মুর (Michael G. Moore) তাঁর ‘On a Theory of Independent Learning' গবেষণায়- বয়স, লিঙ্গ বা সময়ের কোনো বাধা ছাড়া নমনীয়ভাবে শিক্ষা গ্রহণের অবারিত সুযোগকে দূরশিক্ষণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ডিজিটাল বিভাজন পরিহার করে সবাই যেন স্বাধীনভাবে শিক্ষা অর্জন করতে পারে, সে বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সে জন্য তিনি প্রথাগত নিয়ম ও বয়সের বাইরে গিয়ে যেকোনো স্থানে এবং যেকোনো সময়ে শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে মত দিয়েছেন (Moore, 1983)।

শিম্পোলোলো ওপেন লার্নিংয়ের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জেস শীর্ষক গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন, তিনি এমন কিছু খুঁজে পেয়েছিলেন যেগুলি দূরশিক্ষণের জন্য আরো অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। বিষয়গুলি হলো-শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ, গ্লোবাল আইসিটি প্রযুক্তি, গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন, উন্নত সড়ক অবকাঠামো এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতা। এতে তিনি কয়েকটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। যেমন : দুর্বল জাতীয় অর্থনীতি, দূরশিক্ষণের জন্য অপর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ, অপ্রতুল লাইব্রেরি এবং অবিশ্বাস্য বিদ্যুৎ সরবরাহ। অন্যদিকে তিনি দূরশিক্ষণের উজ্জ্বল ভবিষৎ নিয়ে আলোকপাত করেছেন (Chimpololo, 2010)।

নাইজেরিয়ার উপর “গ্লোবাল এডুকেশন ইন ই-লার্নিং নাইজেরিয়ান বিজ্ঞান ও শারীরিক শিক্ষার জন্য চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা” শীর্ষক একটি গবেষণা করেছিলেন। এই গবেষণায় ফেস টু ফেস পদ্ধতিতে শিক্ষার সমস্যা, অসুবিধা এবং দূরশিক্ষণ শিক্ষা পদ্ধতিতে ই লার্নিং প্রয়োগ ঘটানোর উপায় ব্যাখ্যা করেন (Umeasiegbu & Escomonu, 2012)|

এম. আমিনুল ইসলাম তাঁর ‘বাংলাদেশে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ: তত্ত্ব ও চর্চা’ গ্রন্থে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিক্ষার আদলে দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা, এর প্রকৃতি, পরিধি, মান, মূল্যায়ন ও প্রয়োগের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এর বিদ্যমান সমস্যা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তুলে ধরেছেন (ইসলাম, ২০০৩)।

ড. মোঃ তোফাজ্জল ইসলাম তাঁর ‘শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি’ বইয়ে সবার জন্য দূরশিক্ষণের মডেল, নীতি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রসমূহ বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রযুক্তিকে আরও আকর্ষণীয় করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পাশাপাশি শিক্ষকগণের মানসিকতার পরিবর্তন, নতুন দক্ষতা অর্জন ও পারদর্শিতা

বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি, এ. টি. এম. ইসলাম তাঁর ‘শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি’ গ্রন্থে শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক পরিবেশ গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন, যেখানে মাল্টিমিডিয়া, অ্যানিমেশন ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে জটিল বিষয়কে সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়। অর্থাৎ দূরশিক্ষণের মাধ্যমে শিখন প্রক্রিয়াকে সহজ ও আনন্দদায়ক করে তোলা সম্ভব, যার ফলে ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো যায় (ইসলাম, ২০০৭)।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এ. কে. এম. হক তাঁর ‘পাঠ সামগ্রী প্রণয়ন ব্যবহারিকা’ গ্রন্থে বলেছেন যে, দূরশিক্ষণে মুদ্রিত মডিউলার পাঠসামগ্রী ‘বই ও শিক্ষক’-এর বিকল্প হিসেবে কাজ করে শিক্ষার্থীদের স্ব-শিক্ষণে (Self-learning) সহায়তা করে (হক, ১৯৯৫)।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেও জ্ঞানার্জন ও তা পৌঁছানোর প্রক্রিয়ার সাথে দূরশিক্ষণের ধারণাগত গভীর যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। তিনি বলেন: "الَّذِىۡ خَلَقَ الۡمَوۡتَ وَ الۡحَيٰوةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ اَيُّكُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ؕ وَ هُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡغَفُوۡرُ" যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? আর তিনি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল (আল-কুরআন, ৬৭: ০২)।

পরীক্ষা গ্রহণের পূর্বশর্ত হলো শিক্ষাদান। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে বিভিন্ন মাধ্যমে জ্ঞান দান করেছেন। প্রত্যক্ষ শারীরিক উপস্থিতি ব্যতিরেকে অদৃশ্য মাধ্যম (যেমন: ওহী, ইলহাম বা সংকেত)-এর মাধ্যমে বার্তা বা জ্ঞান পৌঁছানোর যে ঐশ্বরিক পদ্ধতি, তা দূরশিক্ষণের প্রাথমিক ধারণাগত কাঠামোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন—আল্লাহ তাআলা নবী মূসা (আ.)-এর মাতাকে সরাসরি দৃশ্যমান মাধ্যমে শিক্ষা না দিয়ে তাঁর অন্তরে ‘ইলহাম’ বা গোপন বার্তা প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: وَأَوْحَيْنَآ إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ" এবং আমি মূসার মায়ের অন্তরে ইলহাম (গোপন নির্দেশ) পাঠালাম যে, তুমি তাকে দুধপান করাও (আল-কুরআন, ২৮: ০৭)।

আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে মানুষের কাছে তাঁর বার্তা ও শিক্ষা পৌঁছাতেন, যা দূরশিক্ষণের এক পরোক্ষ রূপকে নির্দেশ করে। কুরআন মাজীদে এসেছে: "وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ" কোনো মানুষের জন্যই এমন হওয়ার সুযোগ নেই যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন; বরং ওহীর মাধ্যমে, কিংবা পর্দার অন্তরাল থেকে, অথবা এমন কোনো রাসূল (ফেরেশতা) প্রেরণের মাধ্যমে—যিনি তাঁর অনুমতিনসহ পরম সূক্ষ্ম জ্ঞানে যা চান ওহী করেন। নিশ্চয়ই তিনি মহীয়ান, প্রজ্ঞাময় (আল-কুরআন, ৪২: ৫১)।

জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্তরে জ্ঞান ফুঁকে দেওয়া বা ওহী প্রেরণের পদ্ধতিও পরোক্ষ শিক্ষাদানের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এমনকি অন্যান্য সৃষ্টি বা প্রাণীর অন্তরে বিশেষ নির্দেশ বা সংকেত পৌঁছানো সম্পর্কে বলা হয়েছে: " فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيّاً " আর আপনার রব্ব মৌমাছির অন্তরে ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে: তুমি ঘর নির্মাণ করো পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং মানুষ যে উঁচু চাল তৈরি করে তাতে (আল-কুরআন, ১৬: ৬৮)।

নবী করীম (সা.)-এর যুগে জ্ঞানপ্রসার ও দূরশিক্ষণের আধুনিক উপকরণের মতো ব্যবস্থা সরাসরি বিদ্যমান না থাকলেও তিনি শিক্ষাকে ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেন: আমার

পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও তা অপরের নিকট পৌঁছে দাও (Al-Bukhari, 2002, Hadith 3461)। কীভাবে পৌঁছাতে হবে তা নির্দিষ্ট না করে তিনি পদ্ধতিগত নমনীয়তা দিয়েছেন, যার মধ্যে আধুনিক প্রচার মাধ্যমের প্রয়োগও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (সা.) উপস্থিত জনতাকে অনুপস্থিতদের কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন (Ibn Hishām, 1955)।

মুহাম্মদ (সা.) শিক্ষাকে সর্বত্রই ছড়িয়ে দেয়ার জন্যই চিঠি-পত্রের ব্যবহার করতেন, যাকে হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় মুকাতাবাহ বলা হয় (Al-Asqalani, 1990)। তিনি বিভিন্ন দেশের রাজা ও গভর্নরের কাছে ইসলামের দাওয়াত ও শিক্ষা সংবলিত পত্র প্রেরণ করতেন। উদাহরণস্বরূপ, বাহরাইনের গভর্নরের মাধ্যমে পারস্য সম্রাটের কাছে প্রেরিত পত্রের কথা উল্লেখ করা যায় (Al-Bukhari, 2002, Hadith 4424)।

চিঠিপত্রের পাশাপাশি বই-পুস্তক ও পান্ডুলিপি লেখার মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারে ইসলাম ব্যাপক উৎসাহ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনা ও সাহাবিদের আমল থেকে এর প্রমাণ মেলে। সাহাবি হযরত উসমান (রা.) আল-কুরআনের মূল কপি থেকে সাতটি অনুলিপি প্রস্তুত করে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চলে প্রেরণ করেছিলেন (Al-Bukhari, 2002, Hadith 4987)। হাদিস শরিফে এসেছে, মৃত্যুর পরও যেসকল আমলের সওয়াব জারি থাকে, তার অন্যতম হলো শিক্ষণীয় বই-পুস্তক বা জ্ঞান রেখে যাওয়া (আল-মুনযিরী, ২০০৩)।

এছাড়াও, মুমিন যখন কোনো সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে ইস্তেখারা করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগ্রহে বান্দার অন্তরে সঠিক সিদ্ধান্তের ইলহাম বা অনুভূতি জাগ্রত করেন (Edgar, 2011)। এটিও পরোক্ষ ঐশ্বরিক নির্দেশনার একটি মাধ্যম। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: একজন মুসলিমের জন্য সর্বোত্তম সদকা হলো দীন শিক্ষা করা এবং অন্য মুসলিম ভাইকে তা শিক্ষা দেওয়া (যেকোনো উপায়ে) (Cheema, 2013)।

রাসূল (সা.) বই প্রেরণের মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। দূরশিক্ষণের আরেকটি অংশ হলো বই লেখা। বই লেখার প্রতি ইসলাম উৎসাহ প্রদান করেছে। সে কারণেই রাসূল (সা.) বলেন, "কেউ যদি আমার নামের পরে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' লিখে তা যতদিন গ্রন্থবদ্ধ থাকবে, ফেরেস্তাকুল ততদিন তার জন্য ইস্তিগফার করতে থাকবে (Al-Tabarani, 2009)। তালিবে ইলমদের বই দেয়ার নিয়ম মহানবী (সা.)-এর সময়েও বিদ্যমান ছিল। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী একটি অনুচ্ছেদ লিখেছেন, যার শিরোনাম হলো: মুনওয়ালা (বই পাঠিয়ে শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কিত বর্ণনা) এবং শিক্ষক তাঁর রচিত বই ছাত্রের হাতে তুলে দিয়ে বলবে, এটি আমার রচিত বই (তুমি এটি থেকে শিক্ষা অর্জন করবে এবং অন্যের কাছে তা বর্ণনা করবে (Aka, n.d.)।

গবেষণার যৌক্তিকতা: উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক গবেষণাসমূহে দূরশিক্ষণ পদ্ধতির প্রযুক্তিগত, বৈজ্ঞানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দিকগুলো বিস্তারিত আলোচিত হলেও, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দূরশিক্ষণের মূলনীতি, ঐতিহাসিক ভিত্তি ও প্রায়োগিক রূপ নিয়ে কোনো সামগ্রিক গবেষণা খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। আলোচ্য গবেষণা—'শিক্ষায় দূরশিক্ষণ পদ্ধতি: ইসলামী দৃষ্টিকোণ' কুরআন, হাদিস ও আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের সমন্বয়ে একটি নতুন তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক মাত্রা যোগ করবে। এটি দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করতে এবং ইসলামী নির্দেশনার আলোকে সবার জন্য শিক্ষাকে সহজলভ্য করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় বর্ণনামূলক বা পর্যালোচনামূলক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে লিখিত বা মুদ্রিত বিভিন্ন ধরনের বই-পুস্তক, কুরআন, হাদিস, পত্র-পত্রিকা, প্রতিবেদন, জার্নাল, ইন্টারনেট থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে পাঠ ব্যাখ্যার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে ০৪ (চার) জন ইসলামিক স্কলারের মাধ্যমে শিক্ষায় দূরশিক্ষণ পদ্ধতি ইসলামী দৃষ্টিকোণ কীভাবে সহায়তা করে সে সকল বিষয় ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলে ধরা হয়েছে।

সমস্যার বিবরণ : কৃষক, শ্রমিক, গৃহিণীসহ দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর পক্ষে নিজ পেশাগত ও পারিবারিক দায়িত্ব বাদ দিয়ে প্রথাগত পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব নয়; অথচ মৌলিক অধিকার হিসেবে তাদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া অত্যাবশ্যক। পাশাপাশি, যারা নানা প্রতিকূলতার কারণে সময়মতো শিক্ষা লাভ করতে পারেননি—সেই সকল অল্পবয়স্ক কিংবা বয়স্ক ব্যক্তিদেরও শিক্ষা অর্জনের সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

ক্রমবর্ধনশীল বিপুল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আওতায় আনা উন্নত ও উন্নয়নশীল—উভয় ধরনের দেশের জন্যই একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। এই বিষয়টি কেবল কোনো নির্দিষ্ট দেশের সীমানায় সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি সমগ্র বিশ্বমানবকল্যাণ ও নিরাপত্তার সাথেও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

গবেষণার উদ্দেশ্য : এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো 'শিক্ষায় দূরশিক্ষণ পদ্ধতি: ইসলামী দৃষ্টিকোণ' শীর্ষক গবেষণা থেকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটানো এবং শিক্ষাক্রমকে আরও সহজ ও সার্বজনীন করে তোলার উপায় উদ্ভাবন করা।

ফলাফল ও আলোচনা

শিক্ষা ও দূরশিক্ষণে ইসলামের ধারণা

শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন

গ্লোবাল ভিলেজে সবাইকে শিক্ষায় আলোকিত করার সহজ উপায় হলো দূরশিক্ষণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একটি অডিও বা ভিডিও লেকচার বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে যে কোন লোক শুনতে বা দেখতে পারে। তবে শিক্ষার মূল লক্ষ্য মানুষের বুদ্ধিভিত্তিক বিকাশ, সকলের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সাধন। ব্যক্তি তখনই সত্যিকারের ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়, যখন সে সমাজের লক্ষ্যগুলোকে অন্তরে ধারণ করে সুকুমার বৃত্তি জাগ্রত, মানুষের মধ্যে হিতাহিত জ্ঞান, ন্যায়-অন্যায় বোধ সৃষ্টি করে (Rosario, 2019)। এগুলো দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সহজে অর্জনযোগ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য নিজেকে আলোকিত করা হলেও প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে সকলে শিক্ষার আলোয় নিজেকে প্রস্ফুটিত করতে পারে না; কিন্তু দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে সহজেই প্রত্যেকের দোরগোড়ায় শিক্ষা পৌঁছানো সম্ভব। সে দিকে ইঙ্গিত দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উক্তি- মহান রব যে হিদায়াত ও ইলম দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন, সেটির দৃষ্টান্ত হল মুষলধারা বৃষ্টি, যা কোন যমীনে বর্ষিত হয়েছে। সে ভূখন্ডের এক অংশ ছিল উর্বর (উৎকৃষ্ট) যা বৃষ্টি গ্রহণ করেছে এবং প্রচুর উদ্ভিদ ও তৃণরাশি উৎপন্ন করেছে। অপর এক অংশ ছিল অনুর্বর, যা পানি আটকে রেখেছে, যার দ্বারা আল্লাহ্ লোকের উপকার সাধন করেন- লোক তা পান করে এবং অন্যদেরকে পান করতে দেয় এবং তার দিয়ে ফসল ফলায়। আর কতক বৃষ্টি এমন অংশে পড়েছে যা সমতল, পানি আটকেও রাখে না অথবা ঘাস-তরুলতাও উৎপন্ন করতে পারে

না। এ হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত যে আল্লাহ্ দীনের বুৎপত্তি লাভ করেছে এবং আল্লাহ্ যা সহকারে আমাকে পাঠিয়েছেন, তা তার উপকার সাধন করেছে। সে তা শিখেছে এবং অপরকে শিখিয়েছে এবং সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে তার দিকে তাকিয়েও দেখেনি ও আল্লাহর যে হেদায়াত আমাকে দেয়া হয়েছে, তা কবুলও করেনি (আল-মুনযিরী, ২০০৩)।

জ্ঞানের প্রসার

বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞানকে সবার কাছে পৌঁছে দেয়া এবং সহজলভ্য করে তোলাই দূরশিক্ষণের মূল লক্ষ্য। মহান রব বলেন, হে নবী! আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার উপর যা নাজিল হয়েছে তা প্রচার করো। যদি তুমি তা না করো তবে তাঁর বাণী ঘোষণা করলে না (আল কুরআন, ৫: ৭)।

মালেক ইবনুল হুয়াইরিস মহানবী (সা.)-এর দরবারে এলেন এবং কিছুদিন অবস্থান করে শিক্ষা অর্জন করলেন। এরপর নবী (সা.) তাকে নিজের পরিবারের কাছে যেতে বললেন। যাওয়ার সময় মহানবী (সা.) তাকে ও তার সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন- শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত তোমাদের আত্মীয়-পরিজনের কাছে চলে যাও এবং শিক্ষা দাও তাদের (Al-Bukhari, 2002, Hadith 7246)।

রাসূল (সা.)-এর বাণী- আমাকে সহজকারী শিক্ষক করে পাঠিয়েছেন আল্লাহ (Griffel, 2012)। তিনি আরো বলেন, তোমরা লোকদেরকে শিক্ষা দাও এবং তাদেরকে সহজ করে বুঝিয়ে দাও। এ বিষয়টি তিনি তিন বার (গুরুত্বারোপের জন্য) বলেন। অন্য হাদীসে এসেছে: তুমি কোনো হক কথা শুনবে তারপর তা তোমার কোনো মুসলিম ভাইদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে এবং তাকে তা শিক্ষা দেবে। তা কতই না উত্তম দান (মুনযিরী, ২০০৩)।

নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও তা বাস্তবায়ন

আল্লাহর ইবাদতের সর্বোৎকৃষ্ট রূপ হচ্ছে জ্ঞান অন্বেষণ করা (Tanjung et al., 2025)। বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য একবার লেকচার প্রদান করে থাকেন। সেখানে ছাত্রছাত্রীরা কতটুকু শিখতে পারে? যতটুকু মনে রাখতে সক্ষম হয় পরবর্তীতে তা তারা অধিকাংশই ভুলে যান কিন্তু দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষকের লেকচারটি আর্কাইভ বা অনলাইনে থেকে যায়, শিক্ষার্থীরা চাইলে তা বার বার শুনতে বা দেখতে পারে, যেখানে ভুল শোনা ও ভুলে যাওয়ার আশঙ্কাও কম। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক চাপ তুলনামূলক কম। মহানবী (সা.) বলেন, আমার তরফে একটি বাক্য হলেও তোমরা অপরের নিকট পৌঁছি দিও। বনী ইসরাঈল থেকে রিওয়ায়াত করা যায়, এতে দোষের কিছু নেই। তবে স্বেচ্ছায় যে কেউ আমার উপর মিথ্যা রচনা করে নরকে সে যেন তার ঠিকানা সাব্যস্ত করে নেয় (Abana, 2025)।

জীবনব্যাপী শিক্ষা অর্জনের সুযোগ

ইসলামে শিক্ষা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট কোন বয়সের ফ্রেম নেই। এ ব্যবস্থায় একজন লোক জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ নিতে পারে। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এর সাহাবীগণ বয়োবৃদ্ধ অবস্থায় জ্ঞান অর্জন করেছেন। ইমাম বুখারীর বর্ণনা- মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ বয়োবৃদ্ধ অবস্থায়ও জ্ঞান অর্জন করেছেন (Al-Bukhari, 2002, Hadith 73)। মহানবী (সা.) সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখতেন। যে কোন বয়সের লোক তাঁর কাছে আসলে তাকে জ্ঞান দানে তিনি কৃপণতা করতেন না। এ ক্ষেত্রে সব বয়সী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা লাভের জন্য সমান সুবিধা প্রদান করতেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে এই জ্ঞান অর্জন করার মধ্যে থাকবে হয়। কারণ মহানবী (সা.) বলেন,

জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য (Ibn Majah, 2007, Hadith 224)। জ্ঞান অর্জনের প্রতি উদ্দীপনা দেয়ার জন্য আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করতে গিয়ে মারা যায়, তার ও আম্বিয়া কিরামের মাঝে কেবল নবুয়তের স্তরটিরই ব্যবধান থাকবে" (আল-মুনযিরী, ২০০৩)।

দূরশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য

সর্বজনীনতা

দূরশিক্ষণ পদ্ধতির অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এর সর্বজনীনতা। এটি এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা—যা নারী-পুরুষ, নগর কিংবা গ্রামীণ জনগোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার অবাধ সুযোগ ও সমঅধিকার নিশ্চিত করে। দূরশিক্ষণ গ্রহণ ও চর্চার মাধ্যমে জীবনের যেকোনো পর্যায়ে নিজের মানোন্নয়ন ঘটানো সম্ভব; কারণ এ পদ্ধতিতে সকল বয়সের মানুষের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত থাকে।

ইসলামের মৌলিক নীতিতেও সর্বাবস্থায় এবং সকল বয়সে শিক্ষা গ্রহণকে অত্যন্ত জরুরি ও অপরিহার্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হযরত উমর (রা.) বলেন: তোমরা নেতৃত্ব লাভের পূর্বেই জ্ঞান অর্জন করো। এই উক্তির সাথে সংযোজন করে ইমাম বুখারী (রহ.) উল্লেখ করেন: এমনকি নেতৃত্ব বা দায়িত্ব লাভের পরও জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য (Al-Bukhari, 2002, Hadith 74)। সামাজিক, পারিবারিক কিংবা অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার কারণে প্রথাগত শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষায় যারা সুযোগ পাননি, দূরশিক্ষণের নমনীয় কাঠামোর কারণে সেই সকল নারী-পুরুষ অধিক হারে পুনরায় শিক্ষার আলোয় ফিরে আসতে পারেন।

সহজভাবে জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি

দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসামগ্রী সহজ-সরল, সাবলীল এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষায় প্রণয়ন করা হয়। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা সহজ পথ অনুসরণ কর এবং কাঠিন্য পরিহার করো। কঠোরতা আরোপ করে শিক্ষা থেকে মানুষকে নৈরাশ করো না বরং সহজ পদ্ধতি বলবে, মানুষকে সুসংবাদ শোনাবে, বিরক্ত সৃষ্টি করবে না (Al-Bukhari, 2002, Hadith 69)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ " যা কিছু সহজ তা-ই আল্লাহ তোমাদের জন্য চান এবং যা কঠিন তা তিনি চান না (আল কুরআন, ২ : ১৮৫)। উপরোক্ত কুরআনুল কারিমের আয়াত এবং হাদীসে সহজপন্থায় চলার নির্দেশ এসেছে। এই সহজতা হলো জ্ঞানের প্রসারে হৃদয়গ্রাহী সহজ ভাষা প্রয়োগ, যাতে শিক্ষার্থীরা কোনো কষ্ট ছাড়াই তার পাঠ বুঝতে পারে।

সুবিধামতো শিক্ষাকেন্দ্র নির্ধারণের সুযোগ

দূরশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের পেশাগত দায়িত্ব ও বয়সের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। তাদের সুযোগ সুবিধামত স্থান বা কেন্দ্র নির্ধারণ করা যায়। বিশেষত, ছুটির দিনে তাদের টিউটোরিয়াল সার্ভিস দেয়া হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) আমাদের উপদেশ ও শিক্ষা দিতে গিয়ে সুযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন এবং সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনকেই বাছাই করতেন যেন আমাদের মধ্যে শিক্ষা অর্জনের প্রতি বিরক্তি সৃষ্টি না হয় (Al-Bukhari, 2002, Hadith 68)।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর স্থানগত বিচ্ছিন্নতা

দূরশিক্ষণে শিক্ষক-শিক্ষার্থী পরস্পর থেকে দূরে থাকতে পারে। এ দূরত্ব সময় ও স্থানকেন্দ্রিক হয় বা যে কোনো ধরনের হতে পারে। তবে শিখন পদ্ধতিতে আর বিচ্ছিন্নতা থাকে না বরং তারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে। ছাত্রছাত্রীরা লেকচার শোনা, দেখা ও জিজ্ঞাসা দূরশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় সময়ানুসারে দুনিয়ার সব জায়গা থেকেই সম্পন্ন করতে পারে। তাই এটিকে দ্বিপক্ষীয় যোগাযোগ বলা হয়। শিক্ষার্থীদের শেখার আগ্রহের চেষ্টা দূরশিক্ষণ পদ্ধতি সফল ও ফলপ্রসূ করে। নিজেদের চেষ্টায় তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে সার্বক্ষণিক দূরশিক্ষণের শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকতে পারে। শিক্ষা অর্জন এবং প্রসারের জন্য রাসূল (সা.) এর নির্দেশনা হলো, তোমরা জ্ঞান অন্বেষণ কর এবং লোকদেরকে তা শিক্ষা দাও (Al Musleh, 2026)।

স্থান, সময়ের স্বাধীনতা

এ পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ কোন নির্ধারিত সময়, কাল বা বয়সের সাথে যুক্ত নয়। এখানে বয়সের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পাঠশালা জ্ঞান পিপাসুদের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকতো। মুহাম্মদ (সা.) শিক্ষা দেয়ার জন্য উপযোগী সময় নির্বাচন করতেন। তিনি ভয় করতেন, "শিক্ষাদানের ব্যাপারে বেশি চাপ সৃষ্টি করলে আমাদের মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণে অনীহা সৃষ্টি হবে (Badrasawi et al., 2017)। জ্ঞানার্জনে প্রযুক্তি অনেক ব্যক্তির স্বাধীনতা, সময় ও দূরত্বের প্রতি নমনীয়তা এনে দিয়েছে। বাস্তব সময়ের ন্যায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অতি দ্রুত স্থান, সময় ও বয়স উপেক্ষা করে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে যে কেউ পাঠদানে অংশগ্রহণ করতে পারে। সব সময় যাতে জ্ঞান প্রসারের ধারা অব্যাহত থাকে। সে জন্যই আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন, মানুষের ইলম প্রসারের তুল্য উত্তম কোন সাদকাই হতে পারে না (Konrath et al., 2021)।

এক সাথে বহু সংখ্যক শিক্ষার্থীকে পাঠদান

দূরশিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষাকে হাতের নাগালে নিয়ে আসে। এখানে দূরত্ব কমিয়ে একই সাথে বিরাট সংখ্যক শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা যায়। ফলে শিক্ষক ও ছাত্রের সময় বেঁচে যায়। দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে একই সাথে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা যায় এবং বিরাট সংখ্যক শিক্ষার্থীদের মাঝে জ্ঞান বিস্তৃত সম্ভব হয়। ইসলাম এ দিকটার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। নবী (সা.) বলেন, মানুষেরা যেন ইলম এর বিস্তৃতি ঘটায় (Al-Nawawi, 2010)। তাই বলা যায় ইলম বা জ্ঞান যা মানুষের জন্য কল্যাণকর তা প্রচার করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। আর এ প্রচারে দূরশিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করে অল্প সময়ে অধিক মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব।

সবার জন্য শিক্ষা নীতির বাস্তবায়ন

জ্ঞান অন্বষণ প্রতিটি মুসলমানের জন্যই ফরয (Gellens, 1990)। আবদুল কায়েস তথা রবীআ গোত্রের প্রতিনিধিদেরকে ঈমান ও জ্ঞানের কথা আত্মস্থ করে তাদের পেছনে রেখে আসা শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত পরিবারের লোকজনদের কাছে তা পৌঁছে দেয়ার জন্য মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক উৎসাহ প্রদান করেছিলেন (Al-Bukhari, 2002, Hadith 87)। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয়, পরিবার ও সমাজের কেউ যদি শিক্ষা অর্জন করে তাহলে, তার উপর পরিবার ও সমাজের লোকদেরকে তা পৌঁছে দেয়া আবশ্যক। যে কোনো মাধ্যমে তা অন্যের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেওয়া অপরিহার্য। যারা কোনোভাবে শিক্ষার সুবিধাবঞ্চিত বা সমস্যার কারণে যথাসময়ে শিক্ষা

প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় নি তাদের শিক্ষালাভের সুযোগ দেয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। শিক্ষা কোন সুযোগ না বরং এটি সকলের অধিকার।

সম্ভাবনাময় পদ্ধতি

শিক্ষাকে সকলের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে দুনিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষণ পদ্ধতি চালু হচ্ছে। এতে তারা সফল হচ্ছে, যার ফলে উন্নত, উন্নয়নশীল, অনুন্নত ও ক্রমবর্ধমান উন্নত দেশসমূহে দূরশিক্ষণ পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ এরই মধ্যে ইলেকট্রনিক তথ্য প্রযুক্তিতে প্রবেশ করেছে। ফলে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় শিখন ও শিক্ষাদানেও প্রযুক্তি ব্যবহারের চাহিদা বাড়ছে। সেজন্য শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে দূরশিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটাতে পারলে দেশের প্রায় সকল মানুষকে শিক্ষিত অসম্ভব হবে না।

দূরশিক্ষণে শিক্ষাদান ও প্রযুক্তির ব্যবহার

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষালাভের সুযোগ

যে লোক জ্ঞানার্জনের জন্য কোনো প্রক্রিয়া অন্বেষণ করে, তার জন্য জান্নাতের পথ মসৃণ করে দেন আল্লাহ (Kurniawan et al., 2025)। এখানে জ্ঞান লাভের জন্য যে কোনো পথ খোঁজার ব্যাপকতা রয়েছে। এর দ্বারা আধুনিক প্রযুক্তির সকল মাধ্যম গ্রহণ করা যেতে পারে। একুশ শতকে তথ্য-প্রযুক্তির অকল্পনীয় উন্নতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দূরশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় ঘরে থেকেই শিক্ষালাভ করতে পারে এবং উন্নত যোগাযোগ প্রযুক্তির সরঞ্জাম থাকলে প্রয়োজনে নিজ বাসগৃহে থেকে অডিও-ভিডিও সংযোগের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দের সাথে সংযোগ রাখতে পারে। এছাড়াও তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার কাজ চালানো হচ্ছে বলে শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের কনটেন্ট পাচ্ছে, যাতে শিক্ষার্থীরা লেখা-পড়ার প্রতি অনুপ্রাণিত হয়।

দূরশিক্ষণে শিক্ষাদান কৌশল

শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ ও তথ্য সরবরাহের নিমিত্তে একাধিক মিডিয়া ব্যবহার করা যায়।

চ্যাট-পাঠ: এটি এমন এক ধরনের প্রশিক্ষণ ইভেন্ট যা একযোগে অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রুপের সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সার্বক্ষণিক এক্সেস থাকবে। এখান থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা উপকরণ ডাউনলোড দিতে পারবে।

ওয়েব-পাঠ: পাঠ, পরীক্ষাগারের কাজ, সেমিনার, সম্মেলন এবং কর্মশালা তথ্য ও প্রযুক্তির মাধ্যমে ওয়েব পাঠে ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত অংশ নিতে পারে। এই প্লাটফরমে ছাত্র এবং শিক্ষকের সিঙ্ক্রোনাস এবং অ্যাসিঙ্ক্রোনাস উভয়ই মিথস্ক্রিয়া সম্ভব।

টেলিকনফারেন্সিং: ই-মেইল দ্বারা মেইল করে শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করতে পারেন। হোমওয়ার্ক, এ্যাসাইনমেন্ট, ব্যবহারিক ইত্যাদি বিষয় বারংবার মেইলিং করে শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিক জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নিজেদের ভুল শুধরে নিতে পারে। আবার কখনো জরুরী প্রয়োজনে শিক্ষার্থীরা টেলিপ্রেজেন্স এর মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষের বাইরে থেকে শিক্ষকের সহায়তা নিতে পারেন।

দূরশিক্ষণের সুবিধা

শিক্ষার হার বৃদ্ধি

বিংশ শতাব্দীর এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগে নিরক্ষরতা আজও এক বড় অভিশাপ। নিরক্ষর তারাই যারা স্বাক্ষরজ্ঞানহীন ও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী। তারা সমাজ, সভ্যতা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির স্বাদ থেকে চির বঞ্চিত। পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশ বাংলাদেশ। এদেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত । প্রতি ৫ জন শিশুর মধ্যে ১ জন শিশু প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা করতে পারছে। দেশের শতকরা ৪০ ভাগ শিশু প্রাইমারি শিক্ষা শেষ করতে পারে না। শিক্ষার উন্নয়ন সূচকে পৃথিবীর ১২৭ টি দেশের তালিকায় ১০৭ তম অবস্থান বাংলাদেশের (ইসলাম, ২০০৭)।

দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আওতায় আনা

জ্ঞান অর্জনের সুযোগ বঞ্চিত দূর-দূরান্তের লোকদের কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেয়াই এ শিক্ষণের উদ্দেশ্য। শিক্ষাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইঞ্জিন মনে করা হয়। উন্নয়নের জন্য শিক্ষার প্রভাব ব্যাপক। অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং নানা রকম সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে সবার পক্ষে শিক্ষা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, একজন মুমিনের মৃত্যুর পর যে সব নেককাজ তার উপকারে আসবে- যে ইলম সে অপরকে শিখিয়েছে এবং তার প্রসার ঘটিয়েছে। নবী (সা.) অন্যত্র বলেন, সর্বোত্তম দানের বিষয়ে তোমাদের কি বলবো না? আল্লাহ হলেন সর্বোচ্চ দাতা, অতঃপর আমি বনী আদমের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দাতা। আমার পরে তোমাদের শ্রেষ্ঠ দাতা হল যে ইলম বিতরণ করবে, তার প্রসার ঘটাবে (Anisah & Afabih, 2023)।

পেশাজীবী হয়েও শিক্ষালাভের সুবিধা

যেকোনো পেশায় খণ্ডকালীন বা পূর্ণকালীনভাবে নিয়োজিত থেকেও দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়া সম্ভব। মানুষ যাতে সর্বাবস্থায় জ্ঞান অর্জনে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, সে বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে মহানবী (সা.) বলেন: জ্ঞান অন্বেষণকারী যদি জ্ঞান অর্জনরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সে শহীদের মর্যাদা পাবে (আল-মুনযিরী, ২০০৩)।

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে 'পালাক্রমে জ্ঞান অর্জন' নামে একটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। এর দ্বারা তিনি সিক্রোনাস করেছেন যে, নিজ নিজ পেশায় যুক্ত থেকেও নিয়মিত শিক্ষা অর্জন করা যায়। আধুনিক দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতেও ঠিক এই নীতি অনুসরণ করা হয়, যেখানে পেশাজীবী শিক্ষার্থীরা তাঁদের সুবিধাজনক সময়ে বা ছুটির দিনে টিউটোরিয়াল সার্ভিস ও ভার্চুয়াল ক্লাসের সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন (Wedemeyer, 2009)।

মিশ্র যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার

দূরশিক্ষণ শিক্ষাব্যবস্থায় সুনির্দিষ্ট মডিউলে রচিত সহজতর উপকরণ সামগ্রী ব্যবহৃত হয়, যাতে একজন শিক্ষার্থী নিজে নিজেই জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়। এটাকে এ জন্যই সহজ পদ্ধতি বলা যায়, যেন তারা শিক্ষা অর্জনে নিরুৎসাহিত হয়ে না পড়ে। দূরশিক্ষণের ক্ষেত্রে বহু ও মিশ্র যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠচর্চা পরিচালিত হয় এর মুদ্রিত বই পত্র ছাড়া, ই-বুক, রেডিও, টেলিভিশন সম্প্রচার, অডিও, ভিডিও, কম্পিউটার লার্নিং, টেলিফোন, কনফারেন্সিং, ফেসবুক

ম্যাসেঞ্জার, ভাইবার, ইমো, ই-মেইল, গুগল ক্লাশরুম, গুগল মিট, টেলিগ্রাম, জুম, হোয়াটসএ্যাপ, ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে দূরশিক্ষা পরিচালিত হয়।

নিজের পছন্দ ও সুযোগমত শিখন লাভ

দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী তার নিজের পছন্দমত বিষয়ে এবং পছন্দমত সময়ে ঘরে বসেই শিক্ষাকার্যক্রমে অংশ নিতে পারে। এছাড়া টিউটোরিয়াল ক্লাশে সমস্যাভিত্তিক আলোচনা সমাধানের মাধ্যমে এ কার্যক্রমকে অধিকতর ফলপ্রসূ করা যায়। নবী (আ.)-এর সময়ে নারীদের পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের একান্ত বিষয়গুলো জানার ব্যাপারেও তারা লজ্জাবোধ করতেন না। মহানবী (সা.)- আয়েশা ও হাফসা (রা.) প্রমুখের মাধ্যমে প্রশ্নকারী নারীদের প্রশ্নের জবাবের মজলিস বসাতেন। নবীপত্নী আয়েশা (রা.) বলেন, আনসার মহিলারা কতই না ভালো! লজ্জাবোধ তাদেরকে দীন-ইসলামের জ্ঞান অর্জন থেকে বাধা প্রদান করেনি (Khair, 2016)।

প্রয়োজনে দীর্ঘ সময়ব্যাপ্তি প্রোগ্রামের সুযোগ

দূরশিক্ষণে শিক্ষার্থীকে সব কোর্স এক সাথে পাস করতে হবে- এমন চাপ নেই। অর্থাৎ মানুষের বোধ ও জ্ঞানের পরিধি অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হবে। এ ব্যাপারে হদীসেও সতর্কতা এসেছে। আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা যদি লোকদের এমন কথা শুনাও (শিখাও), যা তাদের জ্ঞান-সীমার ঊর্ধ্বের, তবে তা তাদের কারো কারো জন্য অবশ্য ফিত্নার কারণ হয়ে দাঁড়াবে (Al-Bukhari, 2002, Hadith 127)। ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমাদের বিরক্তির কথা চিন্তা করে নবী (সা.) আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে উপদেশ দিতেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরক্তি আসলে, কোর্সে ফেল করলে নির্দিষ্ট পর্যন্ত পরীক্ষায় অংশ নেয়ার অবকাশ থকে। কোন কোর্সে ফেল করলে সেটা ছাড়া বাকি পাস করা বিষয়ের পরীক্ষা পুনরায় দিতে হয় না।

ব্যয় সাশ্রয়ী

শিক্ষায় দূরশিক্ষণ পদ্ধতি ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী ব্যবস্থা। শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের ব্যয় কমানো দূরশিক্ষণ ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। এটি একুশ শতকের সবার জন্য ব্যয়-সাশ্রয়ী উচ্চশিক্ষার মডেল অনুসন্ধানের সাথে সম্পর্কিত। ইতিমধ্যে মেগা-ইউনিভার্সিটিগুলো প্রথাগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম খরচে দূরশিক্ষণে উচ্চশিক্ষা দানের সক্ষমতা দেখিয়েছে (ইসলাম, ২০০৭)।

দুর্যোগ, মহামারি ও যুদ্ধের সময়ে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি

কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ কিংবা মহামারির সময় শিক্ষায় দূরশিক্ষণ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর। মহামারির সময়ে শিক্ষাকার্যক্রম বন্ধ থাকে আর শিক্ষার্থীরা থাকে ঘরে বন্দি। ফলে অনলাইন বা দূরশিক্ষণ শিক্ষার বিকল্প কিছু থাকে না। রবীআ গোত্রের লোকেরা মুদার গোত্রের কাফিরদের বাধার কারণে সর্বদা মহানবী (সা.)-এর কাছে হাজির হয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারতো না। বছরের সুনির্দিষ্ট চার মাস (রজব, যুলকাদাহ, যুলহিজ্জা, ও মহররম)- এ যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ থাকার ফলে তারা মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে জ্ঞান অর্জন করতো কিন্তু তাদের পরিবারের নারী, বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিরা দূরের পথ হওয়ার কারণে মোটেও উপস্থিত হতে পারতো না। ফলে একদা তারা মহানবী (সা.)-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দেন, যা আমরা পেছনে রেখে আসা পরিবারের সদস্যদের নিকট পৌঁছানোর মাধ্যমে জান্নাত লাভ করতে পারি। রবীআ গোত্রের প্রতিনিধি দলকে রাসূল (সা.) ঈমান

ও জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার পর তাদের পরিবারের অন্যান্য লোকদের কাছে তা পৌঁছে দেয়ার জন্য বললেন, এ শিক্ষাকে আত্মস্থ করো এবং তোমাদের বাড়িতে থাকা পরিবারের সদস্যদের তা জানিয়ে দাও (Al-Bukhari, 2002, Hadith 87)।

দূরশিক্ষণ শিক্ষা পদ্ধতির অন্যান্য সুবিধা নিম্নরূপ:

- সময় বাঁচায় (অধ্যয়নের জায়গায় ভ্রমণে সময় ও অর্থ নষ্ট করার প্রয়োজন নেই)।
- প্রশিক্ষণের খরচ কমায় (প্রাঙ্গন, হলরুম বা সেমিনার কক্ষ ভাড়া নেয়ার দরকার হয় না)।
- একযোগে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শেখানোর ক্ষমতা রাখে।
- আধুনিক উপায় ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে পারে।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিশাল ইলেকট্রনিক লাইব্রেরী এবং জ্ঞানের ভিত্তিগুলোতে তাৎক্ষণিক এক্সেস পেতে পারে।
- অবসরের সদ্ব্যব্যবহারের সুযোগ এবং মেধার বিকাশে সাহায্য করা যায়।
- ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা লাভের সুযোগ দেয়।
- শিল্প-নির্দিষ্ট শিক্ষাগত পদ্ধতি ও পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম।
- দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে নারীদের শিক্ষা লাভের পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

দূরশিক্ষণের অসুবিধা

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা

মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ তখনই ঘটে যখন সে আরো পাঁচজনের সাথে মেলামেশা করে অর্থাৎ সমাজের সংস্পর্শে আসে। দূরশিক্ষণ শিক্ষাব্যবস্থায় পরস্পরের সাথে মিলিত বা সান্নিধ্য লাভের সুযোগ কম। ফলে শিক্ষার্থীদের মানবিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

ব্যবহারিক শিক্ষার অভাব

দূরশিক্ষণ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিক বিষয়াবলি শিখতে পারে না। ফলত ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক কাজগুলো ভালোভাবে শেখা সম্ভব হয় না।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক অভাব

প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষকের নিয়মিত সাক্ষাতের ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যে শ্রদ্ধা ও সুসম্পর্ক তৈরি হয়, দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে তা সম্ভব নয়। শিক্ষকরা চাইলেও অনেক সময় নতুন কিছু বা বিষয়ভিত্তিক কোনো বিষয় জানাতে পারেন না।

একমুখী শিক্ষা

দূরশিক্ষণ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা গ্রন্থাগার ও গবেষণাগারের সুযোগ পায় না। এ পদ্ধতিতে স্টাডি মেটারিয়াল যা দেয়া হয় সেখানে শিক্ষকের মৌখিক আলোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ খুব বেশি নেই।

নীতিগত প্রস্তাবনা

বর্ণিত তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা ও অর্জিত গবেষণা ফলের নিমিত্তে সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

- উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণের সমন্বিত পদ্ধতিতে শিক্ষাগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য যেখানে ইন্টারনেট সংযোগ অপ্রতুল, সেখানে ইন্টারনেটের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং নিরবচ্ছিন্ন সংযোগের লক্ষ্যে ইন্টারনেটসহ অন্যান্য উপকরণ বিনামূল্যে বা ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসা।
- প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি শিখন প্রক্রিয়াকে আনন্দময় ও অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য ইসলাম ও মানুষের প্রয়োজনীয় শিক্ষাকে দ্রুত প্রচার ও প্রসারের জন্য শিক্ষার সর্বস্তরে দূরশিক্ষণ চালু করা ।
- শিশু বয়সে টিভি বা ইন্টারনেটে আসক্ত না করে দূরশিক্ষণের প্রতি আগ্রহ তৈরি করা, যেন বড় হলে দূরশিক্ষণকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে।
- শিক্ষাকে সহজসাধ্য করার জন্য অনলাইন ক্লাশ, চ্যাট-পাঠ, ওয়েব পাঠ, টেলিকনফারেন্স ও টেলিপ্রেজেন্সে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
- ফরমাল শিক্ষার পাশাপাশি সমাজের চাহিদানুযায়ী নন ফরমাল প্রোগ্রাম প্যাকেজ চালু করে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের উদ্যোগ নেয়া।

উপসংহার

সমাজ ও যুগের চাহিদানুযায়ী সমকালীন জ্ঞানের যে বিস্তার ঘটেছে তার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন অপরিহার্য। তাই প্রযুক্তির এই সময়ে শিক্ষা পদ্ধতির রূপান্তরকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। দূরশিক্ষণ আজকের পৃথিবীতে এক বাস্তবতা। উচ্চশিক্ষার চাহিদা মেটাতেও শিক্ষার সুবিধাবঞ্চিত এবং মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ঝরে পড়া বিপুল সংখ্যক মানুষকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে শিক্ষায় দূরশিক্ষণ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই পদ্ধতি বৈধ ও প্রশংসনীয়। কম খরচে, ডিজিটাল শিক্ষাপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশজুড়ে শিক্ষাবিস্তার করার জন্য এ ধারার প্রচলন ঘটেছে। এ পদ্ধতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে আগামী প্রজন্মের কাঙ্খিত মানের নাগরিক গঠন করা সম্ভব। দেশের জনগণকে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করার জন্য দেশের শিক্ষার সকল স্তরে দূরশিক্ষণ চালু করা অত্যন্ত জরুরী।

References

আল-মুনযিরী, আ. হা. যা. (২০০৩)। *আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব (৩য় খণ্ড)*। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

ইসলাম, এ. আ. (২০০৩)। *উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ: তত্ত্ব ও চর্চা*। মাওলা ব্রাদার্স।

ইসলাম, এ. টি. (২০০৭)। *শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি*। প্যারাগন এন্টারপ্রাইজেস লি.।

হক, এ. কে. এ. (১৯৯৫)। *পাঠ সামগ্রী প্রণয়ন ব্যবহারিকা*। প্রকাশনা ও মুদ্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

Abana, A. (2025). Leveraging social media as avenues for da'wah among Muslim youths in Nigeria. *Islamic Communication Journal*, *10*(1), 19-36.

Aka, A. (n.d.). *Development of Hadith: A concise introduction of early Hadith Literature*. UK Islamic Mission Development of Early Hadith Literature, Principal of Collection and Genre of Authenticity.

Al Musleh, A. (2026). *It Starts With You: Reforming Muslim States Through Self-Development* (Master's thesis, Hamad Bin Khalifa University (Qatar)).

Al-Asqalani, I. H. (1990). *Fath al-bari sharh sahih al-Bukhari*. Dar al-Fikr.

Al-Bukhari, M. I. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Dar Ibn Kathir.

Al-Nawawi, Y. (2010). *Al-Nawawi forty hadiths and commentary*. Arabic Virtual Translation Center.

Al-Tabarani, S. ibn A. (2009). *Al-Muʿjam al-kabīr* (11 vols.). Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī lil-Ṭibāʿah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʿ.

Anisah, R., & Afabih, A. (2023). Contradiction Of Using Hujjah With Daif Hadith In Fadail A'mal: Analysis of the Book of Al-Targib wa al-Tarhib. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, *6*(1), 92-105.

Badrasawi, K. J., Preece, A. S., Hashim, C. N., & Azizi, N. M. S. (2017). The Concept Of Murabbi In Muslim Education With Reference To Selected Teaching Methods Of The Prophet Muhammad (...). *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought & Civilization*, *22*, 327.

Cheema, W. A. (2013). Qur'an Preservation and Compilation during the Prophet's Life time. *Journal of Islamic Sciences*, *1*(1).

Chimpololo, A. (2010). The prospects and challenges of open learning and distance education in Malawi. *World Academy of Science, Engineering and Technology*, *6*, 06-29.

Edgar, I. R. (2011). *The dream in Islam: from Qur'anic tradition to Jihadist inspiration*. Berghahn Booksy.

Gellens, S. I. (1990). The search for knowledge in medieval Muslim societies: A comparative approach. In D. F. Eickelman & J. Piscatori (Eds.), *Muslim travellers: Pilgrimage, migration, and the religious imagination* (pp. 50–65). University of California Press.

Griffel, F. (2012). Al-Ghazālī's Use of 'Original Human Disposition'(fiṭra) and Its Background in the Teachings of al-Fārābī and Avicenna. *The Muslim World, 102*(1), 1–32. https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.2011.01376.x

Ibn Hisham, A. M. A. (1955). *Al-Sirah al-Nabawiyyah* (M. al-Saqqa, I. al-Abyari, & A. A. Shalabi, Eds.; Vol. 4). Mustafa al-Babi al-Halabi.

Ibn Majah, M. ibn Yazid al-Qazwini. (2007). *English Translation of Sunan Ibn Majah*. Darussalam Publishers.

Keegan, D. (1996). *Foundations of distance education*. Psychology Press.

Khair, N. S. (2016). Women and Hadith: A thematic study. *Journal of Academic Perspectives*, (1), 1-18.

Konrath, S., Siddiqui, S., & Pervez, S. (2021). Muslim education reform: prioritizing empathy and philanthropic Acts. *Journal of Education in Muslim societies*, *2*(2), 31-56.

Kurniawan, R. S., Novariantry, E. S., Irham, A. S., Arif, A. A., & Suyudi, S. (2025). Optimizing the Tri-Center of Education as the Root of the Formation of an Islamic Educational Environment from a Hadith Perspective. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, *5*(4), 1860-1868.

Moore, M. G. (1983). On a theory of independent study. In D. Sewart, D. Keegan, & B. Holmberg (Eds.), *Distance education: International perspectives* (pp. 68–94). Croom Helm.

Rosario, F. H. P. (2019). A new education movement is needed. *Daily Jugantor.* Retrieved from https://www.jugantor.com/tp-window/247476

Tanjung, F. S., Sumarna, E., & Surahman, C. (2025). Understanding The Concept Of Science In The Modern Era: A Tahlili Study Of Hadith Abu Dawud No. 3641. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, *13*(01), 170-190.

Umeasiegbu, G. O., & Escomonu, N. P. (2012). E-learning in global education: challenges and prospects for science and physical education in Nigeria. *Journal of Education and Practice*, *3*(14).

Wedemeyer, C. A. (2009). *Learning at the back door: Reflections on non-traditional learning in the lifespan*. IAP.